ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

স-৩৩৫৪

আগরতলা, ২২ অক্টোবর, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য

গত ১০.১০.২০২৫ তারিখে স্থানীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত "হাজারো সমস্যায় ধুঁকছে করমছড়া মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র" সংক্রান্ত সংবাদটি মৎস দপ্তরের নজরে এসেছে। এ সম্পর্কে দপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে- এটা সত্য যে খামারের পুকুরের বাঁধও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সম্প্রতি জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে খামারের পুকুরগুলো সংস্কার করা হয়েছে। অফিস কক্ষ ও খামার চত্বর সময়ে সময়ে পরিষ্কার রাখা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে খামার থেকে ১০০.২ লিটার ডিম পোনা, ৩,৮৪,০০০ মাছের চারাপোনা এবং ৫৩৩ কেজি মাছ উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়েছে। করমছড়া খামার থেকে জেলার বিভিন্ন মহকুমা এবং অন্যান্য জেলায় মাছের ডিম পোনা, এবং মাছের চারাপোনা সরবরাহ করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে করমছড়া খামারটি বৃষ্টির জলে তলিয়ে যায়নি যাতে মাছের খামারের পারগুলিকে প্রভাবিত করে এবং খামারে চাষের কার্যক্রম ব্যাহত হয়নি। করমছড়া ফার্মে ১টি হ্যাচারি রয়েছে, এতে ৪টি হ্যাচিং পুল রয়েছে, এই ৪টি হ্যাচিং পুল মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত মাছের বীজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই প্রজনন মৌসুমের পর পরবর্তী মৌসুম পর্যন্ত এটি অব্যবহৃত থাকে। বিভাগটি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে টিআরইএসপি (বিশ্ব ব্যাঙ্ক) অর্থায়নের অধীনে করমছড়া খামারকে আপ-গ্রেড করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাই, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন মিথ্যা এবং মৎস্যদপ্তরের সুনাম ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

*****